রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১৯**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়**

**বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

**এস, আর, ও, নং ৩৯-আইন/২০১৯।**—Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর section 82, section 54 এবং 59 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত Ordinance এর section 82 এর sub-section (1) এর বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা উহা প্রাক-প্রকাশ করিল।

উপরি-উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে কাহারও কোনো আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা, এই প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে সরকার উহা বিবেচনাক্রমে উক্ত প্রস্তাব চূড়ান্ত করিবে, যথা :—

## প্রথম অধ্যায়

### প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এ বর্ণিত সকল ধরনের নৌযান এবং Bangladesh Merchant Shipping Ordinance,

1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর আওতাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবহারকারী সকল ধরনের নৌযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"অঞ্চল"** অর্থ "তফসিল-৩" এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ নৌপথ সমন্বয়ে গঠিত নৌঅঞ্চল;

(২) **"অভ্যন্তরীণ নৌপথ"** অর্থ "তফসিল-৩" এ উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ নৌপথ;

(৩) **"আইন"** অর্থ Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976);

(৪) **"আপিল বোর্ড"** অর্থ বিধি ৩০ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৫) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (Ordinance No. LXXV of 1958) এর section 3 এর sub-section (1) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Inland Water Transport Authority;

(৬) **"ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কর্মকর্তা;

(৭) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৮) **"নৌযান"** অর্থ Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976), এর section 2 এর Clause (e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship" বা Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর section 2 এর Clause (58) এ সংজ্ঞায়িত "vessel" সমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবহারকারী "vessel";

(৯) **"নৌরুট"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন নির্ধারিত নৌরুট;

(১০) **"পারমিট"** অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান চলাচলের জন্য নৌরুট পারমিট;

(১১) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল-১ এর সহিত সংযুক্ত ফরম;

(১২) **"ভাড়া"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি ২৭ এর অধীন নির্ধারিত ভাড়া;

(১৩) **"মালিক"** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহার মালিকানাধীন নৌযানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভাড়ায় যাত্রী বা পণ্য বা উভয়ই পরিবহন করা হইয়া থাকে; এবং

(১৪) **"সময়সূচি"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট নদী বন্দর বা টার্মিনাল বা ঘাট হইতে নৌযানের নির্গমন ও আগমন এবং মধ্যবর্তী ঘাটসমূহ হইতে ছাড়িবার ও ভিড়াইবার জন্য সকল স্টেশনের নাম ও সময় উল্লিখিত সূচি।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## পারমিট প্রদান, নবায়ন, ইত্যাদি

৩। **নৌরুট নির্ধারণ**।—কর্তৃপক্ষ, "তফসিল-৩" এ উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ নৌপথের অঞ্চলে নৌযান চলাচলের জন্য ,সময় সময়, গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নৌরুট নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪। **পারমিটের আবেদন**।—নৌযানের মালিককে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলের পারমিটের জন্য "তফসিল-১" এর "ফরম-ক" তে উল্লিখিত তথ্য ও কাগজপত্রাদি এবং বিধি ৩৬ এ উল্লিখিত ফিসসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৫। **আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, পারমিট প্রদান, না-মঞ্জুর, ইত্যাদি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ আবেদনে উল্লিখিত তথ্য ও কাগজাদি যাচাই-বাছাই করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইকালে কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অতিরিক্ত বা প্রয়োজনীয় কোন তথ্য ও কাগজাদি দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর আবেদন যাচাই-বাছাই এবং বিধি ৮ এ বর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি—

(ক) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী পারমিট পাইবার যোগ্য, তাহা হইলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে "তফসিল-১" এর "ফরম-খ" অনুসারে পারমিট প্রদান করিবে; অথবা

(খ) মনে করেন যে, আবেদনকারী আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী পারমিট পাইবার যোগ্য নহেন, তাহা হইলে আবেদনকারীর আবেদন সরাসরি না-মঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিবে।

৬। **পারমিট প্রাপ্তিতে অযোগ্যতা।**—আবেদনকারী পারমিট প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি—

(ক) ইতঃপূর্বে তাহার পারমিট বাতিল করা হইয়া থাকে এবং অনুরূপ বাতিলের সময় হইতে ১ (এক) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি পাইবার পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর যদি উক্ত দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) নৌযানের মালিক বিদেশি নাগরিক হইয়া থাকেন বা আবেদনকারী কোম্পানি হইলে উক্ত কোম্পানি বাংলাদেশের আইন দ্বারা নিবন্ধিত না হইয়া থাকেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ১১ এর অধীন সাময়িক পারমিট বা ট্রানজিটের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৭। **পারমিটের মেয়াদ।**—(১) প্রতিটি নৌযানের পারমিটের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর।

(২) কার্গো ভেসেল, কোস্টাল ভেসেল, অয়েল ট্যাংকার বা কোস্টাল ট্যাংকার, কন্টেইনার জাহাজের পারমিটের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল নৌযানের সার্ভের মেয়াদ নবায়ন সাপেক্ষে পারমিটের কার্যকারিতা বহাল থাকিবে।

৮। **পারমিট প্রদানের মানদণ্ড।**—পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে, যথা :—

(ক) নৌযানটি প্রার্থিত নৌরুটে চলাচলের উপযোগী কিনা;

(খ) আবেদনকারী মালিকের পারমিটপ্রাপ্ত অন্য কোন নৌযান সংশ্লিষ্ট নৌপথে পূর্ব হইতেই চলাচল করিয়া থাকিলে উহা নিয়মিতভাবে চলাচল করিয়াছে কিনা;

(গ) নৌযানের কাঠামো (Hult) স্টীল বা কাঠের তৈরি কিনা; তবে যাত্রীদের অধিকতর নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য কাঠের কাঠামোর চাইতে স্টীল বা অন্যান্য উন্নত উপকরণ দ্বারা নির্মিত কাঠামোর নৌযানকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে;

(ঘ) নৌযানের স্ট্যাবিলিটি, সার্ভে সনদ, যাত্রী ধারণক্ষমতা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে কিনা;

(ঙ) আবহাওয়া বার্তা গ্রহণ এবং জরুরি সংকেত প্রেরণের আধুনিক ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা।

৯। **নৌযানের মালিক কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি।**—(১) কর্তৃপক্ষ আইন ও এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ যে কোন শর্ত আরোপপূর্বক উহা পারমিটে উল্লেখ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্ত আরোপের ক্ষমতার সামগ্রিকতার অধীন পারমিটে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি আরোপ করা যাইবে, যথা :—

(ক) অনুমোদিত সময়সূচি ও নির্ধারিত ভাড়া অনুসরণপূর্বক পারমিটের মেয়াদ শুরুর তারিখ হইতে নৌযান পরিচালনা করা;

(খ) সার্ভের মেয়াদ ও কঞ্জারভেন্সি ফিস হালনাগাদ পরিশোধ করা;

(গ) পারমিটের অনুমোদিত নির্ধারিত যাত্রীর অধিক যাত্রী বা পণ্যের অধিক মালামাল পরিবহন না করা;

(ঘ) সময়সূচিতে উল্লিখিত স্টেশন বা ঘাট ব্যতীত অন্য কোনো স্থান হইতে যাত্রী বা মালামাল উঠানো বা নামানো হইতে বিরত থাকা;

(ঙ) সহজে দৃষ্টিগোচর হয় নৌযানের এইরূপ স্থানে সময়সূচি ও নির্ধারিত ভাড়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) সকল যাত্রীকে যাত্রী ভাড়া পরিশোধের টিকেট এবং মালামালের ভাড়া পরিশোধের রশিদ প্রদান;

(ছ) নৌযান অচল থাকিবার বিষয়ে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রদান;

(জ) নৌযানে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় কোনো মালামাল রাখা হইতে বিরত থাকা;

(ঝ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও নিরাপদ নৌ চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা;

(ঞ) কঞ্জারভেন্সি চার্জ, বার্দিং চার্জ, টোল, করসহ অন্যান্য পাওনাদি চাহিদা মাফিক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা;

(ট) কোন নৌযান কর্তৃক সরকার বা কর্তৃপক্ষের পন্টুন, গ্যাংওয়ে, জেটি বা অন্য কোনো স্থাপনার ক্ষতি সাধন না করা;

(ঠ) নৌযান কর্তৃক নদীর পানিদূষণ বা পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করা;

(ড) পারমিটের মেয়াদ বলবৎ থাকাকালে বিক্রয় বা অন্য কোনো উপায়ে নৌযানের স্বত্ব হস্তান্তর করা হইলে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উহা কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ঢ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা প্রদান;

(ণ) নৌযানের নাবিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ ও কাজের পরিবেশের মান রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকা।

১০। **পারমিট সাময়িক স্থগিতকরণ, বাতিল ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত যে কোনো কারণে উপ-বিধি (৩) এর অধীন যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যদি নৌযানের মালিক—

(ক) এই বিধিমালার কোনো শর্ত বা নির্দেশনা ভঙ্গ করেন;

(খ) অনুমোদিত সময়সূচি অনুসরণ না করিয়া নৌযান পরিচালনা করেন বা অনুমোদিত যাত্রী সংখ্যার অধিক যাত্রী বহন করেন;

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৌযান পরিচালনা বন্ধ রাখেন;

(ঘ) নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নৌযান অচল থাকিবার বিষয়ে তথ্য সরবরাহ না করেন;

(ঙ) যাত্রীদের নিকট হইতে বা পণ্য পরিবহনে অননুমোদিত ভাড়া আদায় করেন;

(চ) পারমিট ও সময়সূচির প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ না করেন;

(ছ) অনুমোদিত সময়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত স্টেশন বা ঘাটে নৌযান ভিড়ানো বন্ধ করেন;

(জ) বিধি ৪১ এর অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক বিবরণী দাখিল না করেন;

(ঝ) সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোনো পাওনাদি, ফিস ইত্যাদি প্রদানের জন্য নির্দেশ পাইবার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা পরিশোধ না করেন;

(ঞ) তাহার নৌযান দ্বারা কর্তৃপক্ষের জাহাজ, ড্রেজার, পন্টুন, গ্যাংওয়ে জেটি, স্পাড বা অন্য কোনো স্থাপনার ক্ষতিসাধন করেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ যথাসময়ে পরিশোধ না করেন;

(ট) পন্টুনে যথাসময়ে ও সুশৃঙ্খলভাবে নৌযান বার্দিং না করেন;

(ঠ) তাহার নৌযান কর্তৃক নদীর পানিদূষণসহ পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করেন বা করিয়াছেন;

(ড) কোন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন;

(ঢ) বিধি ৩২ এর অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কারণে কর্তৃপক্ষ পারমিট বাতিল করিবার পূর্বে কারণ উল্লেখপূর্বক পারমিটধারীকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত জবাব দানের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে পারমিটধারীর কোনো লিখিত বক্তব্য, যদি থাকে, বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ—

(ক) পারমিটধারীকে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পারমিট স্থগিত করিতে পারিবে; অথবা

(গ) পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জনস্বার্থে, কর্তৃপক্ষ পারমিট স্থগিত করিয়া উপ-বিধি (১) এর অধীন কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না মর্মে নৌযানের মালিককে ৭ (সাত)

কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নোটিশের লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হইলে লিখিত জবাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

১১। **সাময়িক পারমিট প্রদান।**—(১) কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো নৌযানের অনুকূলে সাময়িকভাবে পারমিট প্রদান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) যাত্রী পরিবহনে জরুরী পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে;

(খ) অনুমোদিত নৌরুটের পরিবর্তে অন্য কোনো নৌরুটে নৌযান পরিচালনা করা আবশ্যক হইলে সর্বোচ্চ ১ (এক) সপ্তাহের জন্য উক্ত রুটে নৌযান পরিচালনার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে; এবং

(গ) কোন নৌযান অচল হইবার ৭ (সাত)) দিনের মধ্যে পুনরায় চলাচল করিবার সম্ভাবনা না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌযানের নির্ধারিত বা অনুমোদিত নৌরুটের অতিরিক্ত বা নতুন সার্ভিস হিসাবে অচল নৌযানের স্থলে অধিকতর উন্নত ও সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন নৌযান পরিচালনার প্রয়োজন হইলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক পারমিটের মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না।

১২। **পারমিট নবায়নের আবেদন।**—(১) নৌযানের মালিককে পারমিটের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে পারমিট নবায়নের জন্য "তফসিল-১" এর "ফরম-গ" তে উল্লিখিত তথ্য ও কাগজপত্রাদি এবং বিধি ৩৬ এ উল্লিখিত ফিসসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) পারমিট নবায়নের ফিসের অর্থ বিধি ৩৬ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) নৌযানের মালিক পারমিটের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পারমিট নবায়ন ফিসের দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করিয়া পারমিট নবায়নের আবেদন করা যাইবে।

১৩। **নবায়ন।**—(১) কর্তৃপক্ষ পারমিট নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহাতে বর্ণিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করিয়া সন্তুষ্ট হইলে "ফরম-ঘ" অনুযায়ী পারমিট নবায়ন করিবে অথবা সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনকারীর আবেদন সরাসরি না-মঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উহা আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(২) পারমিট নবায়নের জন্য আবেদন করা হইলে সংশ্লিষ্ট পারমিট নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে উহা অবহিত না করা পর্যন্ত পারমিটটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **পারমিট নবায়নে অস্বীকৃতি।**—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো নৌযানের পারমিট নবায়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান, যাহা অপরাধ সংঘটিত করে না, লঙ্ঘন করা হইয়া থাকিলে;

(খ) পারমিটের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হইয়া থাকিলে;

(গ) নৌযানটি অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত রহিয়াছে বা ছিল বলিয়া কোনো তথ্য পাওয়া গেলে;

(ঘ) নৌযানে আবহাওয়া বার্তা গ্রহণ এবং জরুরী সংকেত প্রেরণ অমান্য করিয়াছে মর্মে তথ্য পাওয়া গেলে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত বিধান বা পারমিটের শর্ত পুনরায় লঙ্ঘন করা হইবে না এইরূপ শর্ত আরোপ করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিকের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জামানত গ্রহণপূর্বক পারমিট নবায়নের আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ আরোপিত শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিক কর্তৃক জমাকৃত জামানত কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট নৌযানের পারমিট নবায়নের আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **পারমিট হস্তান্তর নিষিদ্ধ, ইত্যাদি।**—বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত পারমিট কোনক্রমেই হস্তান্তরযোগ্য হইবে না, এবং যদি উহা হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে আইনগতভাবে ফলবলবিহীন (void) হইবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## সময়সূচি অনুমোদন, ঘাট পয়েন্ট নির্ধারণ, ইত্যাদি

১৬। **সময়সূচির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান।**—(১) কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যাত্রীবাহী নৌযানের সময়সূচি অনুমোদনের জন্য, বৎসরে ২ (দুই) বার, নৌযানের মালিকগণের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করিবেন; আবেদনপত্র আহবানের সময়—

(ক) যে সময়কাল বা মৌসুমের জন্য সময়সূচির আবেদনপত্র আহ্বান করিবেন বিজ্ঞপ্তিতে উহার সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(খ) বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) তে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে কোনো আবেদনপত্র জমা প্রদান না করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনপত্র গ্রহণ বা বিবেচনা করিবে না।

১৭। **সময়সূচির আবেদন।**—নৌযানের মালিককে সময়সূচির জন্য "তফসিল-১" এর "ফরম-ঙ" তে উল্লিখিত তথ্য ও কাগজপত্রাদি এবং বিধি ৩৬ এ উল্লিখিত ফিসসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮। **আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, সময়সূচি অনুমোদন, অননুমোদন, ইত্যাদি।**—(১) বিধি ১৭ এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য ও কাগজাদি যাচাই-বাছাই করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এর পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে অতিরিক্ত বা প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য ও কাগজাদি দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এর পর কর্তৃপক্ষ যদি—

(ক) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী সময়সূচির অনুমোদন পাইবার যোগ্য, তাহা হইলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে "তফসিল-১" এর "ফরম-চ" অনুসারে সময়সূচি অনুমোদন করিবে; অথবা

(খ) মনে করেন যে, আবেদনকারী আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী সময়সূচির অনুমোদন পাইবার যোগ্য নহেন, তাহা হইলে আবেদনকারীর আবেদন অননুমোদন করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উহা আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৪) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বিধি ১৭ এর অধীন আবেদনপত্রে দাখিলকৃত সময়সূচি সংশোধিত আকারে অনুমোদন করিতে পারিবে।

১৯। **সময়সূচির মেয়াদ**।—প্রতিটি নৌযানের সময়সূচির মেয়াদ হইবে গ্রীষ্ম মৌসুম (১ এপ্রিল হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ও শীত মৌসুম (১ অক্টোবর হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত)।

২০। **সময়সূচি অনুমোদনের মানদণ্ড**।—সময়সূচি প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে, যথা :—

(ক) নৌযানটি প্রার্থিত নৌরুটে চলাচলের উপযোগী কিনা;

(খ) আবেদনকারীর কোনো নৌযান সংশ্লিষ্ট নৌপথে পূর্ব হইতেই চলাচল করিলে উহা নিয়মিতভাবে চলাচল করিয়াছে কিনা;

(গ) নৌযানটি প্রার্থিত নৌরুটে চলাচলের জন্য আবহাওয়া উপযোগী কিনা;

(ঘ) নৌযানে আবহাওয়া বার্তা গ্রহণ এবং জরুরি সংকেত প্রেরণের আধুনিক ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা;

(ঙ) ইতঃপূর্বে নৌযানটি কর্তৃপক্ষের কোনো আইনানুগ নির্দেশ অমান্য করিয়া চলাচল করিয়াছে কিনা।

২১। **নৌযানের মালিক কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি**।—(১) কর্তৃপক্ষ আইন ও এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো শর্ত আরোপপূর্বক উহা সময়সূচিতে উল্লেখ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত শর্তও আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্ত আরোপের ক্ষমতার সামগ্রিকতার অধীন সময়সূচিতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি আরোপ করা যাইবে, যথা :—

(ক) পারমিটের শর্তাবলি, অনুমোদিত সময়সূচি ও নির্ধারিত ভাড়া অনুসরণপূর্বক নৌযান পরিচালনা করা;

(খ) সময়সূচিতে উল্লিখিত স্টেশন বা ঘাট ব্যতীত অন্য কোনো স্থান হইতে যাত্রী বা মালামাল উঠানো বা নামানো হইতে বিরত থাকা;

(গ) সহজে দৃষ্টিগোচর হয় নৌযানের এইরূপ স্থানে সময়সূচি প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও নিরাপদ নৌ চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা প্রদান;

(চ) নৌযানের নাবিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ ও কাজের পরিবেশের মান বজায় রাখিবার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ।

২২। **সাময়িক সময়সূচি প্রদান**।—(১) কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে নৌযানের অনুকূলে সাময়িকভাবে সময়সূচি প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) যাত্রী পরিবহনে জরুরি পরিস্থিতি, প্রাকৃতির দুর্যোগ বা জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে;

(খ) অনুমোদিত নৌরুটের পরিবর্তে অন্য কোনো নৌরুটে নৌযান পরিচালনা করা আবশ্যক হইলে সর্বোচ্চ ১ (এক) সপ্তাহের জন্য উক্ত রুটে নৌযান পরিচালনার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে; এবং

(গ) কোনো নৌযান অচল হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পুনরায় চলাচল করিবার সম্ভাবনা না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌযানের নির্ধারিত বা অনুমোদিত নৌরুটের অতিরিক্ত বা নতুন সার্ভিস হিসাবে অচল নৌযানের স্থলে অধিকতর উন্নত ও সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন নৌযান পরিচালনার প্রয়োজন হইলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক সময়সূচির মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না।

২৩। **সময়সূচি প্রদানে অস্বীকৃতি**।—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো নৌযানের সময়সূচি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান, যাহা অপরাধ সংঘটিত করে না, লঙ্ঘন করা হইয়া থাকিলে;

(খ) পারমিটের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হইয়া থাকিলে;

(গ) নৌযানটি অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত রহিয়াছে বা ছিল বলিয়া কোনো তথ্য পাওয়া গেলে;

(ঘ) নৌযানে আবহাওয়া বার্তা গ্রহণ এবং জরুরী সংকেত প্রেরণের আধুনিক ব্যবস্থা না থাকিলে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপবিধি (১) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত বিধান বা পারমিটের শর্ত পুনরায় লঙ্ঘন করা হইবে না এইরূপ শর্ত আরোপ করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিকের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জামানত গ্রহণপূর্বক সময়সূচির আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ আরোপিত শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিক কর্তৃক জমাকৃত জামানত কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট নৌযানের সময়সূচির আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। নৌযানের ঘাট পয়েন্ট নির্ধারণ।—কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, অফিস আদেশ দ্বারা নৌযানের ঘাট পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে পারিবে এবং সকল নৌযান উক্ত অফিস আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

২৫। **নতুন ঘাট অন্তর্ভুক্তি বা বিদ্যমান ঘাট বাদ দেওয়া**।—(১) কোনো মালিক নৌযানের বিদ্যমান সময়সূচিতে কোনো ঘাট অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলে বা বিদ্যমান কোনো ঘাট বাদ দিতে চাহিলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক কর্তৃপক্ষ বরাবরে লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক কর্তৃপক্ষ নতুন ঘাট অন্তর্ভুক্তি বা বিদ্যমান ঘাট বাদ দেওয়ার যথাযথ কারণ রহিয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে আবেদন অনুযায়ী নতুন ঘাট অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা বিদ্যমান ঘাট বাদ দিয়া সংশ্লিষ্ট নৌযানের সময়সূচি সংশোধন করিতে পারিবে।

২৬। **সময়সূচি হস্তান্তর নিষিদ্ধ, ইত্যাদি**।—বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত সময়সূচি কোনোক্রমেই হস্তান্তরযোগ্য হইবে না, এবং যদি উহা হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে আইনগতভাবে ফলবলবিহীন (void) হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়
## ভাড়া নির্ধারণ, ইত্যাদি

২৭। **ভাড়া নির্ধারণ**।—(১) কর্তৃপক্ষ, নৌযানে যাত্রী পরিবহনের জন্য কিলোমিটার প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া এবং পণ্য পরিবহনের জন্য পণ্যের ধরন অনুযায়ী দূরত্বের ভিত্তিতে টনপ্রতি ভাড়া নির্ধারণের প্রস্তাব সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ভাড়া নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারণের সময় পারমিট প্রাপ্ত এবং Trade Organization Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLV of 1961) এর section 3 এর অধীন নিবন্ধিত নৌযান মালিক সমিতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ভাড়া নির্ধারণের প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সরকার, যথাশীঘ্র, সম্ভব, উহা কোনো পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতীত অনুমোদন করিয়া গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৮। **মুদ্রিত টিকেট বা রশিদ সরবরাহকরণ**।—নৌযানের যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে ভাড়া পরিশোধের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে "তফসিল-৪" অনুযায়ী মুদ্রিত টিকেট এবং পণ্য পরিবহনের জন্য "তফসিল-৫" অনুযায়ী পণ্য পরিবহনের ভাড়া পরিশোধের রশিদ প্রদান করিতে হইবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## আপিল, ইত্যাদি

২৯। **আপিল**।—(১) পারমিট নামঞ্জুর, সময়সূচি অননুমোদন, ভাড়া নির্ধারণ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, নৌযানের মালিক বা কোম্পানি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্তরূপ আদেশ প্রদানের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল বোর্ডের নিকট, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আপিল আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইতেছে উক্ত আদেশের কপি;

(গ) আবেদনকারীর আবেদনের স্বপক্ষে থাকা প্রয়োজনীয় দলিলাদি; এবং

(ঘ) আপিলের ফিস বাবদ নির্ধারিত টাকা জমা প্রদানের ব্যাংক ড্রাফটের কপি।

৩০। **আপিল বোর্ডের গঠন**।—নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে আপিল বোর্ড গঠিত হইবে. যথা:—

| | | |
|---|---|---|
| (১) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ | : | চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে) |
| (২) সদস্য, পরিকল্পনা ও পরিচালন, বিআইডব্লিউটিএ | : | সদস্য (পদাধিকারবলে) |
| (৩) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (অন্যূন উপসচিব পদমর্যদার কর্মকর্তা) | : | সদস্য |
| (৪) সচিব, বিআইডব্লিউটিএ | : | সদস্য-সচিব (পদাধিকারবলে) |

৩১। **আপিল বোর্ডের কার্যপদ্ধতি**।—আপিল বোর্ডের কার্যপদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনাপূর্বক সদস্য-সচিব আপিল শুনানির স্থান ও সময় নির্ধারণ করিবেন;

(খ) আপিল শুনানিতে অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্য উপস্থিত না হইলে পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠান করা যাইবে;

(গ) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, আপিল বোর্ডের শুনানিতে সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ভোট সমান সংখ্যক হইলে চেয়ারম্যান দ্বিতীয় বা কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন;

(ঘ) আপিল শুনানির অন্যূন ১০ (দশ) দিন পূর্বে আপিল বোর্ডের সদস্যগণকে এবং অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আপিলের পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর আপিলকারী বা অপরপক্ষ (Respondent) বা উভয়পক্ষ শুনানিতে অনুপস্থিত থাকিলে আপিল বোর্ড একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়
## অপরাধ ও দণ্ড

৩২। **দণ্ড।**—নৌযানের মালিক বা উক্ত নৌযানের কর্মচারী বিধি ৯, ১৫, ২১, ২৬, ২৮ লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে এই বিধির অধীন সংঘটিত একটি অপরাধ, এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি আইনের section 82 এর sub-section (3) তে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

## সপ্তম অধ্যায়
## বিবিধ

৩৩। **নৌরুটে চলাচলের জন্য নৌযানের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ।**—কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক একটি নৌরুট বা বিভিন্ন নৌরুটে চলাচলকারী নৌযানের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩৪। **নৌরুটের সময়সূচি পরিবর্তন, পুনঃনির্ধারণ বা স্থগিতকরণ।**—এই বিধিমালার অন্য কোনো বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোনো নৌযানের সময়সূচি পরিবর্তন, পুনঃনির্ধারণ বা স্থগিত করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, জরুফর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ, অফিস আদেশ দ্বারা কোনো নৌরুটের পারমিট বা সময়সূচি পরিবর্তন, বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

৩৫। **উৎসব, ইত্যাদি উপলক্ষে বিশেষ নৌ সার্ভিসের অনুমতি প্রদান, ইত্যাদি।**—(১) কোনো জাতীয় উৎসব (যেমন : ঈদ, পূজা-পার্বণ, ইত্যাদি) বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান (যেমন : নৌ-বিহার, শিক্ষা সফর, পিকনিক, বিবাহ, ওরশ, মাহফিল, মেলা, ইত্যাদি) উপলক্ষে জনস্বার্থে, বিধি ৩৬ এর অধীন নির্ধারিত ফিস আদায় সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ বিশেষ নৌ সার্ভিসের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত নৌযানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনপ্রাপ্ত হইতে হইবে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত সার্ভিসের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বা নৌরুটের অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোনো নৌযানের সময়সূচি বা চলাচলের পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিশেষ নৌ সার্ভিস দ্বারা জনস্বার্থ, নৌ নিরাপত্তা বা নৌরুটের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কর্তৃপক্ষ বিশেষ নৌ সার্ভিসের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধির অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত বিশেষ নৌ সার্ভিসের মেয়াদ হইবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিশেষ আদেশে উল্লিখিত মেয়াদ পর্যন্ত।

৩৬। **পারমিট, নবায়ন ও অন্যান্য ফিস নির্ধারণ।**—(১) কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, পারমিট, নবায়ন এবং আইন ও এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য অন্য কোনো ফিস নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত ফিসের অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে, কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

৩৭। **পারমিট ফিস, নবায়ন ফিস প্রত্যর্পণ।**—বিধি ৫ এর অধীন পারমিট বা বিধি ১৩ এর অধীন নবায়নের আবেদন না-মঞ্জুর হইলে কর্তৃপক্ষ না-মঞ্জুরের তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিপরীতে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ হইতে অর্জিত কোনোরূপ সুদ বা লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে না।

৩৮। **নৌযানে পারমিট, সময়সূচি ও নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন।**—(১) প্রত্যেক নৌযানের মালিককে নৌযানের প্রকাশ্য স্থানে পারমিট, অনুমোদিত সময়সূচি ও নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা টাঙ্গাইয়া বা লটকাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সকল ব্যক্তি উহা সহজে পড়িতে পারেন।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ঘাট পয়েন্টের প্রকাশ্য স্থানে সময় ও নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা টাঙ্গাইয়া বা লটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৯। **নির্ধারিত স্থানে নৌযান ভিড়ানো (বার্দিং)।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ঘাট বা স্থানে নৌযানসমূহ ভিড়াইতে (বার্দিং) হইবে।

৪০। **চার্টার পার্টি জমা প্রদান, ইত্যাদি।**—যদি কোনো চার্টার পার্টি, বন্ধকগ্রহীতা বা এজেন্সি অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো নৌযান পরিচালনার লক্ষ্যে সময়সূচির জন্য আবেদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে কর্তৃপক্ষের কোনো প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সত্যায়িত চার্টার পার্টি, বন্ধক দলিল বা এজেন্সি চুক্তিপত্রের কপি জমা প্রদান করিতে হইবে। চার্টার পার্টি, বন্ধকগ্রহীতা বা এজেন্সির অধীন কোনো নৌযানের অনুকূলে কর্তৃপক্ষ পারমিট প্রদান ও সময়সূচি অনুমোদন করিয়া থাকিলে উক্ত পারমিট ও সময়সূচি কেবল চার্টার পার্টি বা বন্ধক বা এজেন্সির সহিত চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৪১। **মাসিক বিবরণী দাখিল।**—প্রত্যেক নৌযানের মালিককে যাত্রীর সংখ্যা ও মালামালের পরিমাণ সম্পর্কিত একটি মাসিক বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪২। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন।**—কর্তৃপক্ষ উহার যে কোন ক্ষমতা "তফসিল-২" এ উল্লিখিত কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

৪৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Bangladesh Inland Water Transport (Time and Fare Table Approval) Rules, 1970, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত বিধিমালা রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ বা নোটিশ এই বিধিমালার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই বিধিমালার অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

**তফসিল-১**

**ফরমসমূহ**

**“ফরম-ক”**

**পারমিটের আবেদন ফরম**

*[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]*

| নৌযানের মালিকের পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি ছবি |
|---|

বরাবর

কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (কোম্পানির /প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা):.......................................................................................;

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:.....................................................................;

৩। পিতার নাম:.................................................................................;

৪। কোম্পানির /প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসায়িক ঠিকানা:...............................................;

৫। মালিকের নাম ও ঠিকানা (একক মালিকানাধীন কোম্পানির ক্ষেত্রে):...........................;

৬। প্রত্যেক মালিকের নাম ও ঠিকানা (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে):.....................................;

৭। আবেদনকৃত নৌরুট (স্কেচ ম্যাপসহ):......................................................;

৮। নৌযানের বিবরণ—

(ক) নৌযানের নাম.........................................................................

(খ) সার্ভে সনদ নম্বর..................সার্ভের মেয়াদ......................................

(গ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর.........................................................................

(ঘ) নৌযানের ধারণক্ষমতা দিবাভাগে....................রাত্রিকালে...............................

(ঙ) নৌযানটি কত তলাবিশিষ্ট......................

(চ) নৌযানের দৈর্ঘ্য................প্রস্থ....................গভীরতা...............................

(ছ) বোঝাই অবস্থায় ড্রাফট......................................................................

৯। কনজারভেন্সি ফিস পরিশোধের তারিখ ও মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)................................;

১০। **সংযুক্তি :**

(ক) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;

(খ) সার্ভে সার্টিফিকেট ও চেকলিস্টের ১ (এক) কপি;

(গ) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন সনদ ও চুক্তি বা গঠনতন্ত্রের কপি;

(ঙ) নৌযানের মালিকানা/চার্টার পার্টি/এজেন্সি/মর্টগেজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(চ) পারমিটের জন্য ধার্যকৃত ফিস পরিশোধের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের ১ (এক) কপি;

(ছ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত মাস্টার ও ড্রাইভারের কম্পিটেন্সি সনদ;

(জ) আংশিক উপকূলীয় নৌপথ অতিক্রমের অনুমতিপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঝ) রাত্রিকালীন এবং আংশিক শান্ত পানিতে চলাচলের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্রের কপি;

(ঞ) প্রকৃত মালিকের ছবি ২ (দুই) কপিএবং অন্যান্য ক্ষেত্রে (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছবি ২ (দুই) কপি।

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত দলিলাদিতে উল্লিখিত তথ্যাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৮ পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা এই বিধিমালার বিধানাবলিসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলি মানিয়া চলিব।

[নোট : একজন মালিক একটির অধিক যাত্রীবাহী কোনো একটি নির্দিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন নৌরুটে নৌযান পরিচালনা করিতে চাহিলে প্রতিটি আবেদনের জন্য পৃথক ফরম ব্যবহার করিতে হইবে।]

**প্রতিষ্ঠানের সীল**

**আবেদনকারীর স্বাক্ষর.......................**
**আবেদনকারীর পূর্ন নাম....................**
**মালিকের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).........**
**স্বাক্ষর ও তারিখ............................**
**মোবাইল নম্বর.............................**

**ফরম-খ**

**পারমিট প্রদানের ফরম**

*[বিধি ৫ (৩)(ক) দ্রষ্টব্য]*

জনাব/মেসার্স.........................................
..........................................................
..........................................................
...........................................................

আপনার/আপনাদের মালিকানাধীন নৌযানকে (নৌযানের নাম : ..............রেজি নং : ................) নিম্নে উল্লিখিত নৌরুটে চলাচলের জন্য পারমিট প্রদান করা হইল, যথা :—

(ক) নৌরুটের নামঃ.............................................;

(খ) মেয়াদঃ...............হইতে..........................পর্যন্ত;

(গ) যাত্রীর সংখ্যা;

(ঘ) মালামাল পরিবহনের পরিমাণ।

**নৌযান মালিক কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি :**

১। অনুমোদিত সময় ও ভাড়াসূচি অনুসরণপূর্বক পারমিটের মেয়াদ শুরুর তারিখ হইতে নৌযানটি পরিচালনা করিতে হইবে।

২। সার্ভের মেয়াদ ও কঞ্জারভেন্সি ফিস হালনাগাদ পরিশোধিত থাকা সাপেক্ষে নৌযানের পারমিট নবায়ন করা যাইবে।

৩। এই পারমিটে অনুমোদিত যাত্রী বা পণ্যের অধিক যাত্রী বা মালামাল পরিবহন করা যাইবে না।

৪। সময়সূচিতে উল্লিখিত স্টেশন বা ঘাট ব্যতিত অন্য কোনো স্থান হইতে যাত্রী বা মালামাল উঠানো বা নামানো যাইবে না।

৫। সহজে দৃষ্টিগোচর হয় নৌযানের এইরূপ স্থানে সময় ও ভাড়াসূচি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নৌযান অচল থাকিবার বিষয়ে তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

৭। নৌযানে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় কোনো মালামাল রাখা যাইবে না।

৮। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও নিরাপদ নৌচলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৯। কঞ্জারভেন্সি চার্জ, বার্দিং চার্জ, টোল, করসহ অন্যান্য পাওনাদি চাহিদা মাফিক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। যাত্রী ভাড়া পরিশোধের জন্য সকল যাত্রীকে টিকেট এবং মালামালের ভাড়া পরিশোধের জন্য রসিদ প্রদান করিতে হইবে।

১১। কোনো নৌযান কর্তৃক সরকার বা কর্তৃপক্ষের পন্টুন, গ্যাংওয়ে, জেটি বা অন্য কোনো স্থাপনার ক্ষতি সাধন করা যাইবে না। তবে কোনো কারণে উক্তরূপ ক্ষতিসাধিত হইলে নৌযানের মালিককে বা ক্ষেত্রমত, নৌযানের লীজগ্রহীতাকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিতে হইবে।

১২। পারমিটের মেয়াদ বলবৎ থাকাকালে মালিক নৌযানটি বিক্রয় বা অন্য কোনো উপায়ে স্বত্ব হস্তান্তর করিলে তিনি ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উহা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং নৌযানের ক্রেতা বা স্বত্ব গ্রহীতাকে পুনরায় পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

১৪। নৌযানের নাবিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ ও কাজের পরিবেশের মান রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

১৫। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও নিরাপদ নৌ চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। নৌযান কর্তৃক নদীর পানিদূষণ বা পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করা যাইবে না।

১৭।................(কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, আরোপিত শর্ত, যদি কোনো,)।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,<br>(....................)<br>ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

**ফরম-গ**

**পারমিট নবায়নের আবেদন ফরম**

***[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]***

| |
|---|
| নৌযানের মালিকের পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি ছবি |

বরাবর

কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (কোম্পানির /প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা):.............................................................................;

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:....................................................................;

৩। পিতার নাম:.............................................................................;

৪। কোম্পানির /প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসায়িক ঠিকানা:.............................................;

৫। মালিকের নাম ও ঠিকানা (একক মালিকানাধীন কোম্পানির ক্ষেত্রে):...........................;

৬। প্রত্যেক মালিকের নাম ও ঠিকানা (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে):......................................;

৭। আবেদনকৃত নৌরুট (স্কেচ ম্যাপসহ):........................................................;

৮। নৌযানের বিবরণ—

(ক) নৌযানের নাম..................

(খ) সার্ভে সনদ নম্বর.................সার্ভের মেয়াদ........................................

(গ) সার্ভের সনদ ও চেকলিস্টের কপি........................................................

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর.......................................................................

(ঙ) নৌযানের ধারণক্ষমতা দিবাভাগে...................রাত্রিকালে................

(চ) নৌযানটি কত তলাবিশিষ্ট.........................................................

(ছ) নৌযানের দৈর্ঘ্য................প্রস্থ...................গভীরতা................

(জ) বোঝাই অবস্থায় ড্রাফট.....................................................................

৯। কনজারভেন্সি ফিস পরিশোধের তারিখ ও মেয়াদ ( ................ )................................;

১০। পারমিটের মেয়াদের সর্বশেষ তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১১। সংযুক্তি :

(ক) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;

(খ) সার্ভে সার্টিফিকেট;

(গ) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(ঘ) পূর্ববর্তী পারমিট;

(ঙ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত মাস্টার ও ড্রাইভারের কম্পিটেন্সি সনদ;

(চ) কনজারভেন্সি ফি পরিশোধিত হালনাগাদ সনদ বা ছাড়পত্রের কপি;

(ছ) পারমিটের ফিস পরিশোধের হালনাগাদ সনদ বা ছাড়পত্রের ১ (এক) কপি;

(জ) আংশিক উপকূলীয় নৌপথ অতিক্রমের অনুমতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঝ) রাত্রিকালিন এবং আংশিক শান্ত পানিতে চলাচলের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র;

(ঞ) নৌযানের মালিকানা/চার্টার পার্টি/এজেন্সি/মর্টগেজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ট) অনুমোদিত পারমিট ও সময়সূচির ১ (এক) কপি;

(ঠ) প্রকৃত মালিকের ছবি ২ (দুই) কপিএবং অন্যান্য ক্ষেত্রে (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছবি ২ (দুই) কপি।

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদন পত্র এবং সংযুক্ত দলিলাদিতে উল্লিখিত তথ্যাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৮ পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা এই বিধিমালার বিধানাবলিসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলি মানিয়া চলিব।

[নোট : একজন মালিক একটির অধিক যাত্রীবাহী কোনো একটি নির্দিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন নৌরুটে নৌযান পরিচালনা করিতে চাহিলে প্রতিটি আবেদনের জন্য পৃথক ফরম ব্যবহার করিতে হইবে।]

প্রতিষ্ঠানের সীল

**আবেদনকারীর নাম......................**
**আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ.......**
**মালিকের নাম..........................**
**স্বাক্ষর ও তারিখ.......................**
**মোবাইল নম্বর.........................**

**ফরম-ঘ**

**পারমিট নবায়নের ফরম**

*[বিধি ১৩ (১) দ্রষ্টব্য]*

জনাব/মেসার্স................................

..................................................

..................................................

..................................................

আপনার/আপনাদের মালিকানাধীন নৌযানকে ( নৌযানের নাম :......................রেজিঃ নং :........) নিম্নে উল্লিখিত নৌরুটে চলাচলের জন্য পারমিট প্রদান করা হইল, যথা :—

(ক) নৌরুটের নাম :..........................................;
(খ) মেয়াদ:...................হইতে....................পর্যন্ত;
(গ) যাত্রীর সংখ্যা;
(ঘ) মালামাল পরিবহনের পরিমাণ।

**নৌযানের মালিক কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি :**

পারমিটের শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

(......................)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

**ফরম-ঙ**

**সময়সূচির আবেদন ফরম**

*[বিধি ১৭ দ্রষ্টব্য]*

| নৌযানের মালিকের পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি ছবি |
|---|

বরাবর

কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় :

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা) : ......;

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :..........................................................;

৩। পিতার নাম :.........................................................................;

৪। কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসায়িক ঠিকানা:......................................................................;

৫। মালিকের নাম ও ঠিকানা (একক মালিকানাধীন কোম্পানির ক্ষেত্রে) :............................................;

৬। প্রত্যেক মালিকের নাম ও ঠিকানা (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) :...............................................;

৭। নৌযানের বিবরণ :

(ক) নৌযানের নাম........................

(খ) সার্ভে সনদ নম্বর.....................সার্ভের মেয়াদ.......................

(গ) সার্ভের সনদ ও চেকলিস্টের কপি............................

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর.......................

(ঙ) নৌযানের ধারণক্ষমতা দিবাভাগে..................রাত্রিকালে..............

(চ) নৌযানটি কত তলাবিশিষ্ট.......................

(ছ) নৌযানের দৈর্ঘ্য................প্রস্থ................গভীরতা.....................

(জ) বোঝাই অবস্থায় ড্রাফট......................

৮। প্রার্থিত সময়সূচির বিবরণ (পৃথক কাগজে সংযুক্ত করুন) : ........;

৯। কনজারভেন্সি ফিস পরিশোধের তারিখ ও মেয়াদ : .............................................;

১০। নৌযানের সময়সূচির মেয়াদের সর্বশেষ তারিখ : ...........................................;

**১১। সংযুক্তি :**

(ক) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;

(খ) সার্ভে সার্টিফিকেট;

(গ) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(ঘ) কনজারভেন্সি ফিস পরিশোধের হালনাগাদ সনদ বা ছাড়পত্রের কপি;

(ঙ) আংশিক উপকূলীয় নৌপথ অতিক্রমের অনুমতিপত্র (প্রযোজ্যক্ষেত্রে);

(চ) রাত্রিকালিন এবং আংশিক শান্ত পানিতে চলাচলের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র;

(ছ) পারমিটের ১ (এক) কপি;

(জ) নৌযানের মালিকানা/চার্টার পার্টি/এজেন্সি/মর্টগেজের কপি (প্রযোজ্যক্ষেত্রে);

(ঝ) প্রকৃত মালিকের ছবি ২ (দুই) কপি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছবি ২ (দুই) কপি।

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত দলিলাদিতে উল্লিখিত তথ্যাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৮ পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা এই বিধিমালার বিধানাবলিসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলি মানিয়া চলিব।

[নোট: (ক) একজন মালিক একটির অধিক নৌযান কোনো একটি নৌরুটের যৌথ সময়সূচিতে পরিচালনা করিতে চাহিলে প্রতিটি নৌযানের জন্য আলাদা আলাদা ফরম ব্যবহারের প্রয়োজন নাই ;

(খ) যৌথ সময়সূচিতে চলাচলের জন্য প্রস্তাবিত সময়সূচির নির্দিষ্ট স্থানে নৌযানের নাম লিখিতে হইবে এবং তফসিল-২ এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।]

**প্রতিষ্ঠানের সীল**

**আবেদনকারীর স্বাক্ষর....................**

**আবেদনকারীর পূর্ণ নাম...................**

**মালিকের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).........**

**স্বাক্ষর ও তারিখ...........................**

**মোবাইল নম্বর.............................**

**ফরম-চ**

**সময়সূচি অনুমোদনের ফরম**

*[বিধি ১৮ (৩)(ক) দ্রষ্টব্য]*

জনাব/মেসার্স.................................

..................................................

..................................................

..................................................

আপনার/আপনাদের মালিকানাধীন নৌযানকে (নৌযানের নাম :.......................রেজিঃ নং :........) নিম্নে উল্লিখিত নৌরুটে চলাচলের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত সময়সূচি অনুমোদন করা হইল, যথা :-

(ক) নৌরুটের নাম : ..........................................;

(খ) মেয়াদ/মৌসুম : .................... হইতে ..................... পর্যন্ত;

**নৌযানের মালিক কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি :**

১। পারমিটের শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

২। সময়সূচির মেয়াদ শেষে পুনরায় এই বিধিমালা অনুসরণে নতুন সময়সূচি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। কর্তৃপক্ষ বিধি ৩৪ এর অধীন অনুমোদিত সময়সূচি পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করিয়া কোনো আদেশ জারি করিলে উহা মানিয়া চলিতে হইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

(.......................)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

**তফসিল-২**

**ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**

*[বিধি ২ (৬), ৪২ দ্রষ্টব্য]*

| ক্রমিক নম্বর | দাপ্তরিক ঠিকানা | আবেদনের উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| ১. | পরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ | অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলের জন্য সকল নৌযানের পারমিট প্রদান ও সময়সূচি অনুমোদন। |
| ২. | ঊর্ধ্বতন উপ-পরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ | আন্তঃআঞ্চলিক অথবা সমগ্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ৩. | ঊর্ধ্বতন উপ-পরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা নদী বন্দর, সদরঘাট, ঢাকা। | ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ৪. | উপ-পরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। | নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ৫. | উপ-পরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বরিশাল নদী বন্দর, বরিশাল। | বরিশাল অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ৬. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম। | চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ৭. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পটুয়াখালী নদী বন্দর, পটুয়াখালী। | পটুয়াখালী অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |

| ক্রমিক নম্বর | দাপ্তরিক ঠিকানা | আবেদনের উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| ৮. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ভোলা নদী বন্দর, ভোলা। | ভোলা অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ৯. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বরগুনা নদী বন্দর, বরগুনা। | বরগুনা অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ১০. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, খুলনা নদী বন্দর, খুলনা। | খুলনা অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ১১. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নওয়াপাড়া নদী বন্দর, অভয়নগর, যশোর। | যশোর অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ১২. | সহকারী পরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, আরিচা নদী বন্দর, আরিচা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ। | আরিচা অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ১৩. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাঘাবাড়ী নদী বন্দর, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। | সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ১৪. | উপপরিচালক, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, চাঁদপুর নদী বন্দর, চাঁদপুর। | চাঁদপুর অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |
| ১৫. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ নদী বন্দর, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ভৈরব-আশুগঞ্জ অঞ্চলের আওতাধীন নৌপথের সকল নৌযানের পারমিট নবায়ন। |

**তফসিল-৩**

**অভ্যন্তরীণ নৌপথ**

*[বিধি ২(১), (২), ৩ দ্রষ্টব্য]*

| ক্রমিক নং | অঞ্চলসমূহ | সীমানা/অঞ্চল |
|---|---|---|
| ১. | সিরাজগঞ্জ অঞ্চল | পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীর নাব্য চ্যানেলসহ রংপুর ও রাজশাহী (পাবনা জেলা ব্যতীত) বিভাগের আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ২. | আরিচা অঞ্চল | পদ্মা ও যমুনা নদীর নাব্য চ্যানেলসহ রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ এবং টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর (সদর উপজেলা) জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ৩. | খুলনা অঞ্চল | খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ ও নড়াইল জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ এবং মাদারীপুর (সদর, শিবচর উপজেলা ব্যতীত) জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ৪. | যশোর অঞ্চল | যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ৫. | বরিশাল অঞ্চল | বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ এবং মাদারীপুর জেলার সদর ও কালকিনি উপজেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ৬. | ভোলা অঞ্চল | ভোলা জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার উপকূলীয় নৌপথসমূহ। |
| ৭. | চট্টগ্রাম অঞ্চল | চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপগুলোর অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ। |
| ৮. | কক্সবাজার অঞ্চল | কক্সবাজার জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ। |
| ৯. | ভৈরব অঞ্চল | হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ১০. | সিলেট অঞ্চল | সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ |

| ক্রমিক নং | অঞ্চলসমূহ | সীমানা/অঞ্চল |
|---|---|---|
| ১১. | ঢাকা অঞ্চল | ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ (লৌহজং উপজেলা), শরীয়তপুর, মাদারীপুর (সদর ও শিবচর উপজেলা), ফরিদপুর (সদর উপজেলা ব্যতীত), টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ১২. | নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল | নারায়ণগঞ্জ (ফতুল্লা উপজেলা ব্যতীত), মুন্সীগঞ্জ (লৌহজং উপজেলা ব্যতীত), কুমিল্লা, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার আওতাধীন নৌপথসমূহ। |
| ১৩. | চাঁদপুর অঞ্চল | চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ফেনী, নোয়াখালী (হাতিয়া উপজেলা ব্যতীত) জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ। |
| ১৪. | পটুয়াখালী অঞ্চল | পটুয়াখালী জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ। |
| ১৫. | বরগুনা অঞ্চল | বরগুনা জেলার আওতাধীন নৌপথসহ সমুদ্র উপকূলীয় নিকটবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহ। |

**তফসিল-৪**

**যাত্রী পরিবহনের টিকেট**

*[বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য]*

| |
|---|
| কোম্পানির/ প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম |

নৌযানের নাম -------------------------

নৌযানের ধরন ------------------------

নৌরুটের নাম --------------------------

কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের নাম ----------------------

যাত্রীর নাম ও ঠিকানা ----------------------------------------------------------------------

যাত্রীর মোবাইল নম্বর ----------------------------------------------------------------------

টিকেট ইস্যুর তারিখ ------------------------------------------------------------------------

ভ্রমণের তারিখ -----------------------------------------------------------------------------

যাত্রী আরোহণের স্থান ----------------------------------------------------------------------

নৌযান ছাড়ার সময় ------------------------------------------------------------------------

গন্তব্য স্থল ----------------------------------------------------------------------------------

ভাড়া ------------------- অংকে ---------------------- কথায় ------------------------------

**ভাড়া আদায়কারীর পূর্ণ নাম --------------**

**স্বাক্ষর ও তারিখ ------------------------**

**মোবাইল নম্বর -------------------------**

**তফসিল-৫**

**পণ্য পরিবহনের ভাড়া পরিশোধের রসিদ**

***[বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য]***

| |
|---|
| কোম্পানির/ প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম |

নৌযানের নাম -------------------------

নৌযানের ধরন ------------------------

নৌরুটের নাম --------------------------

কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের নাম ----------------------

পণ্য আমদানিকারকের নাম ------------------------------------------------------------

ঠিকানা ------------------------------------------------------------------------------

ফোন নম্বর ---------------------------------------------------------------------------

ইস্যুর তারিখ -------------------------------------------------------------------------

গন্তব্য স্থল ----------------------------------------------------------------------------

পণ্যের পরিমাণ ----------------------------------------------------------------------

পণ্যের ধরন -------------------------------------------------------------------------

পণ্যের ভাড়া ------------------ অংকে ------------------ কথায় ----------------------------

**মালিক বা প্রতিনিধির নাম ---------------**

**স্বাক্ষর ও তারিখ ------------------------**

**মোবাইল নম্বর -------------------------**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম**
উপসচিব (টিএ)।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd